গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১ সংখ্যা | ২ - ৮ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

দেশে ১০ জন শিক্ষিত যুবকের ৮ জন বেকার এদের কী দিলেন অর্থমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় বাজেট

রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপুষ্ট মানুষ থাকে ভারতে। রক্তাল্পতায় ভোগা মা, কম ওজনের সদ্যোজাত শিশু-র সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। দেশের ৪০ শতাংশ শিশুই অপুষ্টিতে ভুগছে। মানুষে মানুষে চরম আর্থিক বৈষম্য ব্রিটিশ আমলকে ছাপিয়ে গেছে। বেকারত্ব গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ১৬ জুলাই মুম্বাইয়ের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন ধরে যে সমস্ত নীতি ও পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেগুলি কতদূর পালন করা হল— তার কোনও খতিয়ান বা

পাঁচের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভে পুলিশের বাধা

১০ হাজার স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় সিইএসসি-র সদর দপ্তরে বিদ্যুৎ-গ্রাহক বিক্ষোভ। ২৪ জুলাই

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকার) ডাকে ২৪ জুলাই ১০ হাজার স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় সিইএসসি-র সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান, এফপিপিএএস-এর নামে গ্রাহকদের উপর চাপানো অতিরিক্ত সারচার্জ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ আর্থিক বছরের সিইএসসি-র হিসাব ক্যাগ-কে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অডিট না করানো পর্যন্ত বকেয়া আদায় চলবে না। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস সহ অন্যরা। পুলিশ বাধা দিলে গ্রাহকদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়।

এ প্রসঙ্গে অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সিইএসসি বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে দিল', মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়।

অন্য দিকে বিজেপি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ভান করছে, তা অনৈতিক এবং রাজ্যবাসীর সাথে প্রতারণা। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি মন্ত্রকের বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধি ২০২২-কে হাতিয়ার করে সিইএসসি গ্রাহকদের বিলে এফপিপিএএস নামে অতিরিক্ত সারচার্জ চাপাতে শুরু করেছে। রাজ্য বিজেপি নেতারা জনগণকে এ কথা বলছেন না। সিইএসসি এপ্রিল ২০২৩-এর বিল থেকে এই অতিরিক্ত সারচার্জের হিসাব প্রতি মাসে বিভিন্ন শতকরা হারে দেখিয়ে মুলতুবি রেখে যাচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে এক বছরের বেশি সময় ধরে অ্যাবেকার

পাঁচের পাতায় দেখুন

রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিজ্ঞানসাধনার ওপর ধর্ম চাপালে তা সমাজপ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে

শিবদাস ঘোষ

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

"... বহু মানুষ আছেন, যাঁরা মনে করেন, মানবতাবাদী চিন্তা মানুষের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল। তাঁদের ধারণা, মানুষের কল্যাণের জন্য যাঁরাই চিন্তা করেছেন— অর্থাৎ বুদ্ধের চিন্তাধারা, যিশুর চিন্তাধারা, মহম্মদের চিন্তাধারা, উপনিষদের ভাবনাধারণাগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণের যা কিছু চিন্তা করা হয়েছে— এঁদের সকলেরই চিন্তাধারায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ভাবে যাঁরা মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।

মানুষের কল্যাণের জন্য যেহেতু এঁরা সকলেই চিন্তা করেছেন, সে জন্য সেগুলোকে আমরা মানবিক চিন্তা বলতে পারি। মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা মানেই মানবতাবাদ নয়। মানবতাবাদ বলতে একটা বিশেষ আদর্শগত, রুচিগত, নীতিগত, এথিক্যাল একটা ক্যাটিগরি, বিচার-বিবেচনার এবং ধ্যান-ধারণার একটা পুরো নতুন মাপকাঠি বোঝায় যাকে একটা বিশেষ পরিমণ্ডল বা সীমা বলতে পারেন। মানবতাবাদের এই বিশেষ ক্যাটিগরির সঙ্গে পূর্বের সমস্ত মানবকল্যাণের ধারণার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্বের মানবকল্যাণের ধারণাগুলো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজ জীবনের প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠলেও তা ধর্মীয়, শাশ্বত মূল্যবোধ এবং শাশ্বত সত্যের ধারণা। অর্থাৎ বাস্তবে যে সত্য প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে এবং মরছে, প্রতিদিন যে নতুন নতুন

তিনের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ ভাগের প্রস্তাব হীন উদ্দেশ্যে

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ভাগের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, ছাঁটাই, দুর্নীতি ইত্যাদি সংকটে জনজীবন জর্জরিত এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন অবশ্য প্রয়োজন, তখন হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিজেপি নেতা-মন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ উসকে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি করছি।

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

বক্তা - **কমরেড প্রভাস ঘোষ** ● সভাপতি - **কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী** ● **রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, কলকাতা** ● **বেলা ২টা**

SUCI (C)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

২৩ জুলাই কেন্দ্রের এবং ওড়িশার বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ। নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্যপালের কাছে ও বিধানসভায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদকে স্মরণ করায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর মধ্যপ্রদেশে

আপসহীন বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালনের অভিযোগে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর করল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের পুলিশ। ২৩ জুলাই গুনার পিজি কলেজ চত্বরে এআইডিএসও-র উদ্যোগে চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণ অনুষ্ঠানে সামিল হন ছাত্রছাত্রীরা। অনেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা পোস্টার তৈরি করে আনেন এবং শহিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেন। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বিপ্লবী আজাদের জীবন সম্পর্কিত বই নেওয়ার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিজেপির ছাত্রসংগঠন এবিভিপি নামধারী কিছু দুষ্কৃতী অনুষ্ঠানে বাধা দিতে শুরু করে। তারা চন্দ্রশেখর আজাদের নামাঙ্কিত পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। ছাত্রদের হুমকি দেয়, বিপ্লবীদের স্মরণে এই ধরনের অনুষ্ঠান করলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। মধ্যপ্রদেশে শুধু বিজেপির পছন্দের অনুষ্ঠানই করতে হবে। তারা কলেজের প্রশাসনকেও চাপ দেয় চন্দ্রশেখর আজাদকে স্মরণ করার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। চাপে পড়ে কলেজ প্রশাসনও এই অনুষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ নেয়। পুলিশের কাছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে এবিভিপি। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে বহু ছাত্র-ছাত্রী থানায় গিয়ে দাবি জানান ছাত্রদের খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য এবিভিপি-র বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে হবে। তিন ঘণ্টার বেশি ছাত্রদের বসিয়ে রেখে থানার অফিসাররা ছাত্রদের বলেন, ওপর মহলের চাপে এফআইআর নিতে পারছি না। পরদিন ছাত্ররা হনুমান চৌরাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ বিক্ষোভ বন্ধ করতে গেলে শহিদের ছবি তুলে ধরে ছাত্ররা তীব্র স্বরে স্লোগান তোলেন। ছাত্রদের দৃঢ়তার সামনে পুলিশ পিছু হটে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই বিক্ষোভ চলে। সারা শহরে লিফলেট বিলি করা হয়। পুলিশের দলদাস ভূমিকার নিন্দা করে 'ভগৎ সিং ইয়াদগার মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক রাকেশ মিশ্রের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, আইনজীবী, সমাজকর্মীদের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে এআইডিএসও-র কর্মীদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা এফআইআর খারিজের দাবি জানান। গুনা শহরে এই আন্দোলন আলোড়ন ফেলেছে।

দিল্লিতে আশাকর্মী সম্মেলন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুলাই। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আশাকর্মীরা সম্মেলনে অংশ নেন। দীর্ঘ সময় ধরে আশা কর্মীদের নানা সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা হয় ও আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ঊষা ঠাকুর, সহসভাপতি প্রকাশ দেবী বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন ও দিল্লি রাজ্যের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন থেকে শিখা রানাকে সভাপতি, ঊষা ঠাকুরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫০ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

শিবদাস ঘোষ স্মরণে বাঁকুড়ায় আলোচনা সভা

শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি, বাঁকুড়া শাখার পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই বাঁকুড়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রেক্ষাগৃহে এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন-সংগ্রাম এবং বর্তমান সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা কী ভূমিকা পালন করতে পারে— এই বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক কুন্তল সিনহা, প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুবোধ সিংহ, সরকারি কর্মচারী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ছাত্র সাধন রজক, স্বাস্থ্যকর্মী অমৃত দে এবং দেবাশীষ দত্ত, শিক্ষক সুদর্শন পাল প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু এবং ডাঃ সুভাষ মণ্ডল। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক রঞ্জিত মাহাতো।

সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। দেবাশীষ দত্ত প্রস্তাব দেন, শিবদাস ঘোষের জীবনী স্কুল-পাঠ্য করার জন্য কমিটির উদ্যোগী হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যকর্মী জয়ন্ত পাল প্রতি মাসেই কোনও না কোনও মনীষীর জীবন চর্চা করার প্রস্তাব রাখেন।

জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ

কাঁথির উপকণ্ঠে জুনপুটে হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও গ্রামবাসীকে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপন করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৪ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে কাঁথি শহরে মিছিল করে মহকুমা শাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অশোকতরু প্রধান বলেন, যদি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করতেই হয়, তা হলে অন্য কোনও জনবিহীন স্থানে করা হোক। কিন্তু কোনও ভাবেই হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষের রুটি রুজির অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে জুনপুটকে সামরিক ঘাঁটি বানানো চলবে না। তিনি বলেন, জুনপুটে হরিপুরে পর্যটন কেন্দ্র এবং মৎস্য সংরক্ষণ শিল্প হোক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উৎপল প্রধান, মানস প্রধান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রামে গ্রামে জনবিরোধী বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ালেন কৃষকরা

সারা দেশের সাথে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এ আই কে কে এম এস-এর উদ্যোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণ বিরোধী কর্পোরেট স্বার্থবাহী কালা বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয় ২৬ জুলাই। গ্রামে গ্রামে কৃষক-খেতমজুররা দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের সেবক কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com